খুকৃবির ডিন অফিসে তালা, বিপাকে শিক্ষার্থীর

যুগান্তর

খুকৃবির ডিন অফিসে তালা, বিপাকে শিক্ষার্থীর

নূর ইসলাম রকি, খুলনা

০৮ নভেম্বর ২০২৩, ২২:৫৬:১০ | অনলাইন সংস্করণ

দেশব্যাপী আলোচিত খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুকৃবি) সমস্যা যেন পিছু হটছে না। তিন দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গত ৮ অক্টোবর থেকে ক্লাশ বর্জন শুরু করেছে। এছাড়া গত ১৬ অক্টোবর থেকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা একাডেমিক, ডিন এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

বুধবার পর্যন্ত ২৪ দিনেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে সমালোচনার পর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সাবেক উপাচার্যের ছেলে-মেয়েসহ ৬ জনের নিয়োগ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শর্তে পদোন্নতি স্থগিত করা হয়েছে ২৬ শিক্ষকের। গত সোমবার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, প্রায় ১ মাস যাবত শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল অ্যান্ড বায়োমেডিকেল সায়েন্সেস, এগ্রিকালচার, ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস, এগ্রিকালচার ইকোনমিক্স অ্যান্ড এগ্রিবিজনেস স্টাডিস এবং এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিসহ ৫টি অনুষদের আওতায় ৪টি ব্যাচে দেশি-বিদেশি প্রায় চারশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন প্রায় মাসখানেক। এ সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকায় আমরা বিপাকে পড়েছি। অনেক শিক্ষার্থীই বাড়িতে চলে গেছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে যদি এগ্রিকালচারের ব্যাচ বের হতে না পারে তবে তারা মাস্টার্সসহ বিসিএস পরীক্ষাতেও পিছিয়ে যাবে। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেমিস্টার শেষ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ সমস্যা নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে খুকৃবির ছাত্রলীগের কমিটির নেতারা সাক্ষাতও করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩ শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান, ৩৯ শিক্ষকের প্রমোশন নিশ্চিত করা ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের দাবিতে গত ৮ অক্টোবর থেকে ক্লাস বর্জন শুরু শিক্ষক সমিতি। এরপর ক্যাম্পাসে ৯ অক্টোবর মানববন্ধন, ১৬ অক্টোবর ডিন অফিসগুলোয় তালা, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসের কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে অনুষ্ঠান না করে আলাদাভাবে শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠান করা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ওই দিন ভবনে প্রবেশ না করতে দেওয়াসহ নানান কর্মসূচি পালন করে শিক্ষক সমিতি।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান জানান, আমাদের ৩৯ শিক্ষকের পদোন্নয়ন হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা আমাদের এ সমস্যাটা আমলে নিচ্ছেন না।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. আশিকুল আলম যুগান্তরকে বলেন, আমাদের আংশিক দাবি পূরণ হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে আমরা কর্মসূচি থেকে সরে আসিনি। খুব দ্রুতই ক্লাশ ও পরীক্ষা নেব। শিক্ষার্থীদের এই ক্ষতি আমরা অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে সমাধান করব। তবে ডিন অফিসের তালা কবে নাগাদ খোলা হবে এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবুল কাশেম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকরা কবেনাগাদ তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করবেন এ বিষয়ে তারাই বলতে পারবেন। তবে কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে একটি সিদ্ধান্ত এসেছে; যা খুব দ্রুতই কার্যকর হবে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023